



প্রেস রিলিজ

৮ আগস্ট, ২০২১

ক্যানবেরাতে বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাদানকারী বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ হাইকমিশন, ক্যানবেরাতে আজ সন্ধ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযথভাবে পালন করা হয়। আলোচনা পর্বে আলোচকগণ বঙ্গমাতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, বঙ্গমাতা ছিলেন বাঙালির অহংকার ও নারী সমাজের প্রেরণার উৎস।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হয়ে উঠার প্রেরণাদানকারী বঙ্গমাতার স্মৃতির উপর আলোচনায় স্বাধীনতার সংগ্রামের কঠিন দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে বঙ্গমাতা কিভাবে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিলেন তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদানকে বিন্দু চিত্তে স্মরণ করা হয়।

হাইকমিশনার তাঁর বক্তব্যের শুরুতে আগস্ট মাসকে শোকের মাস হিসেবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা সহ ১৫ আগস্ট শহীদ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বঙ্গমাতা জ্ঞান ও সূক্ষবোধের অধিকারী হয়ে ওঠেন। সরাসরি রাজনীতি না করলেও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন। তিনি বলেন, নিজ স্বার্থ ও প্রচার বিমুখ সাধারণ জীবন যাপনে অগ্রহী এ মহীয়সী নারীর সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগ হল দেশ ও জাতির মুক্তির লক্ষ্যে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিয়েছেন। যা তাঁর বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিশিষ্ট নিয়ামক ছিল।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর স্মৃতিচারণ মূলক ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

সংযুক্তিঃ অনুষ্ঠানের ছবি।